পদ্মাবতী
জয়দেব

সান সাইন পিকচার্স (প্রা) এর প্রথম নিবেদন

পদ্মাবতী জয়দেব

প্রযোজনা—অমূল্য চন্দ্র চৌধুরী

চিত্রনাট্য ও সংলাপ—**দেব নারায়ণ গুপ্ত**
পরিচালনা—**চিত্রদূত**
পরিচালনা—**পি, ভেঙ্কটেশ্বর রাও**
গীতিকার—**পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**
পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও
নৃত্য পরিচালনা—গোপীকৃষ্ণ, ভেমদট্টি, দণ্ডমূর্তি
প্রধান সহকারী পরিচালনা—শুভেন সরকার
সঙ্গীত ও শব্দগ্রহণ—সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বারুই
(টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও কলিকাতা)
প্রচার অঙ্কনে—আর্টকো   প্রচার পরিকল্পনা—ধীরেন মল্লিক
সহ: সঙ্গীত পরিচালনা—কার্তিক কুমার, বসন্ত কুমার
সঙ্গীত—এস, বাজেশ্বর রাও   চিত্রগ্রহণ—ভঙ্কট

সহঃ চিত্রগ্রহণ—কে, এস, ভাস্কর রাও, পি, বি, মোহন
শিল্প নির্দেশনা—গোখলে   সহঃ—এম, ভেঙ্কট নারায়ণ
সম্পাদনা—বি, হরিনারায়ণ,   সহঃ—ভেঙ্কটেশ্বর লু, রামমোহন
স্থির চিত্র—ঈশ্বর বাবু; বাবু ষ্টুডিও
রূপসজ্জা—৺হরি বাবু, ভি, ভেঙ্কটেশ্বর রাও   সহঃ—চক্রদানী
সাজসজ্জা—আচাট্টু রাও, কৃষ্ণা   সহঃ - পার্থ সারথী
সঙ্গীত গ্রহণ—পিডি কোটেশ্বর রাও (ভারানী ষ্টুডিও মাদ্রাজ)
রূপায়নে—নাগেশ্বর রাও, গোপীকৃষ্ণ, অঞ্জনা দেবী, রেলাঙ্গী, নাগ্যায়া,
সি. এস, আর সুক্কামানা, সিক্কিলিন্নি, সন্ধ্যা
নৃত্যে—গোপীকৃষ্ণ, ই, ভি, সরোজা, জেমিনী চন্দ্রা
ভরাণী ষ্টুডিও—নারাসী ষ্টুডিও (মাদ্রাজ) চিত্র গৃহীতবিজয়া ল্যাবরেটরী
(মাদ্রাজ) ফিল্ম সার্ভিসেস (কলিকাতা) পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

একমাত্র পরিবেশক

লাইফ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১৩

গল্পাংশ

বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে রাধামাধবের একান্ত ভক্ত, ঈশ্বরের কৃপা-চিহ্নিত সন্তান জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন।

জয়দেব ভাবুক, প্রেমিক, বৈষ্ণব, কবি, দার্শনিক, ভক্ত। ভক্তির উৎসারিত প্রেমের বন্যায় তাঁর সার্থক কাব্য-রচনা আজও কবি মানুষের হৃদয়কে জয় করে আছে।

কদম্বখণ্ডীর ঘাটে একদা গেয়ে উঠলেন— 'মেঘৈর্মেদুরমম্বর বনভূম শ্যামাস্তমাল দ্রুমৈনক্তং ভীরুরয়ং তমেব রাধে গৃহং প্রাপয়ঃ'। সারা আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মাধব ভয় পেয়েছেন। হে রাধে! তুমি তাঁকে গৃহে পৌঁছে দাও।—অপূর্ব্ব! অনিন্দ্য সে পদ! যাঁর রচনা-সম্ভারে শুদ্ধা প্রেম আর ভক্তির বন্যা! যে বন্যায় বন্ধন যায় টুটে! অজ্ঞানতা পায় আলোর স্পর্শ! কিন্তু এ রচনা, এ সাধনার পথে প্রতিবন্ধকতার অন্ত নেই। তাই বৈষ্ণব কবি জয়দেবের জীবনে আসে পদে পদে বাধা। শৈব-শাক্তরা তাঁর সাধনার পথে অন্তরায়। (ভাবুক ভক্তকে শত্রুপক্ষ বারবার লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু জয়দেবের জীবন-দর্শন একদিন সত্য হয়ে ওঠে! প্রকট হয়ে ওঠে! তাঁর একমাত্র সহচর ও বন্ধু পরাশর ছায়ার মত সঙ্গে থাকে—আগ্‌লে রাখে জয়দেবকে। শত্রুপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত পরাশরকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে; কিন্তু রাধামাধবের একান্ত ভক্তের যিনি সেবক, তাঁকে রক্ষা করেন শেষ পর্য্যন্ত শ্রীরাধামাধব।)

কবি জয়দেব (এমনি করেই) বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েই গীতগোবিন্দ রচনা করে চলেন। তাঁর সে রচনার অমৃত-নির্ঝরে ভক্তের হৃদয় আপ্লুত হয়।

এমনিতর রাধামাধবে লীলা-রচনায় কবি জয়দেব যখন মগ্ন তারই মাঝে আকস্মিকভাবে জীবন-সঙ্গিনী রূপে লাভ করেন পদ্মাবতীকে। (এতদিনে অসম্পূর্ণ জীবনটি যেন সম্পূর্ণতা লাভ করল। কিন্তু সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষও প্রবল হয়ে উঠলো। নানা চক্রান্ত সুরু হলো – কবির বিপক্ষে।

পুরীর রাজা পরম বৈষ্ণব। তিনি রচনা করেন বৈষ্ণব পদাবলী। রাজকর্ম্মচারীরা রাজার রচনাকে শীর্ষস্থান দিতে চায়। তাই চলে আর এক চক্রান্ত। কিন্তু সবকিছু নিস্ফল হয় ভগবৎ কৃপায়। জগন্নাথদেব তাঁর একান্ত ভক্তকে রক্ষা করেন। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় জয়দেবের রচনা সম্ভার। দিক্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়ে কবি খ্যাতি।

গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন কবি জয়দেবের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হন। কবি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে অনুগৃহীত করেন। তারপর... ?) নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ভক্তিরসের মাধ্যমে কবির জীবন আলক্ষেঃ সম্পূর্ণ পরিণতি পর্দায় দেখুন।

সঙ্গীত

(১)

হে রাধা মাধব গোপীজন বল্লভ
বসতি কর হৃদি বৃন্দাবনে।
আনন্দময় প্রেমলীলা মাধুরী
নিরখি মানস ভাব লোচনে॥

অঙ্গে অঙ্গে ভরা অনঙ্গ রঙ্গে
জাগাও চিত্ত মম রস তরঙ্গে
(মম) কাব্য চরণে রাখ যুগল চরণ
অপরূপ ছন্দ বন্ধনে॥

বাজুক মঞ্জির মুরালী সুরে
মঞ্জুল মম মন মধুপুরে
(তব) পদ সেবা করি আমি পদাবলী গাঁথি
সঁপিতে দাও শ্রীচরণে॥

(২)

এসো রসাবেশে নটোবর বেশে
রাধাফুল ভ্রমরা। (গোপাল কৃষ্ণ)
গোপাঙ্গনে মন মোহন কুঞ্জে
রাধা ফুল ভ্রমরা॥ (গোপাল কৃষ্ণ)

মনোহর মাধব কেশব হরি
মধুময় শ্যাম হে মিনতি করি
মঞ্জুল ময়ুর পাখাপর কেশে
রাধা ফুল ভ্রমরা॥ (গোপাল কৃষ্ণ)

সুন্দর শুভগুণ বক্ষে বিরাজ
নন্দের নন্দন ব্রজরাজ
রাধা কাতরা রতিসুখ তিয়াগে
রাধা ফুল ভ্রমরা॥ (গোপাল কৃষ্ণ)

(৩)

মন রাঙ্গা শতদলে-মালাটি গেঁথেছি
গোপালের মুরলীর মধুঝরা।

নয়ন তারায় দেখে বধূ কালো বরণ
চোখে চোখে জান শুধু এ কার বরণ
কালোতে আলো মোর দিল ধরা॥
যা কিছু বলি যা কিছু মানি
সবই সুন্দরের উপহারে
প্রাণ মন কানু অভিসারে
সাজাল স্বপনে বসুন্ধরা॥

লয়েছি বিধি পরাণ নিধি
গহণ প্রাণে রয় আলোক চোরা
আনন্দ পুলকে সঙ্গীত ছন্দে
সাজাল স্বপনে বসুন্ধরা॥

জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।
প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্রম খেদম্
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে॥ (কৃষ্ণ)

ক্ষিতিরতি বিপুল তরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণী ধারণকিন চক্র গরিষ্ঠে
কেশব ধৃত কচ্ছপ রূপ
জয় জগদীশ হরে॥

ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগদপগত পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভব তাপম্
কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিকপতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমনীয়ম্
কেশব ধৃত রাম শরীর
জয় জগদীশ হরে॥

ম্লেচ্ছানিবহনিধনে কলরসি করবালং
ধুমকেতুতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃতকল্কি শরীর
জয় জগদীশ হরে॥

নিরুপম পূর্ণ শশী তুমি প্রেয়সী
মৃদু নীল নভ তুমি তাইতো বিকশি।

অন্তবিহীন ভালবাসা বাসি মানসী
ফুলদল সম ফোটে হিয়া মম
সে মধুমায়া পরশি॥

মধুমায়া স্বপনে বাঁধি তোমায় নয়নে
এই যে আশা এই যে আলো
পরাণে কে গো দিল
কূলে কূলে ভ'রে ওঠে মন সরসী॥

বঁধুয়া, ও বঁধুয়া
বিরহিনী রাধা আজ পেল
মধু ফাগুয়া।

যদুপতি কেশব ধর বাঁশী তুমি
প্রেম ফুল সুবাসে ভর এ হিয়া॥

পরমানন্দ দোলা দাও বাঁধিয়া
মন হরণ থেকো না দূরে সরে—

মানস বাসিনী তুমি চিরদিন
আছ মনে সুন্দরী রাধিকা—

মঞ্জির বাজে রুনু ঝুনু তালে তালে
উছলে সুর যমুনা সুখ পাখি সুরে সুধা ঢালে
রঙ্গে রসে অনুরাগে মধুবনে একি মায়া—
রাধারাণী প্রিয়তমা হে তুমি
প্রিয়তম আমি ওগো শ্যাম,
আধেক আধেক মিলে মিলনের এ নিখিলে
দুঁহু যে পূর্ণ হইলাম।
আধা———আমি———
মানস বাসিনী............রাধিকা॥

(৭)

এ ভরা শ্রাবণ বেলায়,
এমনা কেন ব্রজে শ্যামরায়।
কেমনে কাটে যে ব্রজপুর রাতি
কত যে কি আশা মনে মিলায়॥

কোন ভুলে প্রিয়হে মথুরার পথে
যাও বল নির্মম ভুলে শপথে।
বিরহ বেদনা আজ তনুতে জ্বলে
করিতে দু'নয়ন ভ'রে যায়॥

(৮)

রতি সুখ সারে গতমভিসারে মদন
মনোহর বেশং,
ন কুরু সিতম্বিনী গমন বিলম্বন মনুসর তং
হৃদয়েশম্।
ধীরে সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী,
গোপী পীন পয়োধর মর্দ্দন চঞ্চল কর
যুগশালী॥
নাম সমেতং কৃত সংকেতং বাদয়তে মৃদু
বেণুম্।
বাহু মনুতে নমুতে তনুসঙ্গত পবন
চলিতমপি রেণুম॥

(৯)

অনিল তরল কুবলয় নয়নেন
তপতি ন সা কিশলয় শয়নেন।
সখি যা রমিতা বনমালিনা॥

বিকসিত সরসিজললিত মুখেন।
স্ফুটাতি ন সা মনসিজবিশিখেন॥

অমৃত মধুর মৃদু তরবচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনে ন।। (সখি যা···)

সজল জলদসমুদয় রুচিরেণ
দলতি ন সা হৃদি বিরহ ভরেণ
কনককনি কযরুচি শুচিবসনেন
বহতি ন সা রজমতি করুণেন॥ (সখি যা···)

গুরুকে দেখেনে তোরা
আমার গুরুকে চিনেনে তোরা।
গুরু যে ধ্যান জ্ঞান, গুরু যে মন প্রাণ
গুরুই জগতে সেরা॥
হরি হরি কেশব নরহরি শ্রীধর,
গিরিধারী মাধব হলধর সহোদর।
এ ভবে তুলনা কোথা
আমার গুরুর মেলে না জোড়া॥
পরম পদে মন দিয়ে প্রণামী
যায় তার সেবা করা।
কোনটি সত্যি আর কোনটি মিথ্যাচার
বুঝি তখনই ত্বরা।
মায়া করুণার মায়া না মেলে
বিচার বুদ্ধি ধরা॥
গুরুই সত্যম্ গুরুই সুন্দরম্
গুরুই যে মনোহরা॥
তাঁর যে কি বাণী, কিছু না জানি
অর্থ যে পার বুঝে নিয়ে যাও,
ভেদকর দূর ভেব না শুধু
তিনি কি বেশ পরা॥

প্রিয়ে চারুশীলে, প্রিয়ে চারুশীলে।
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত রুচি কৌমদী
হরতি দরতিমিয় মতি ঘোরম্।
স্ফুর দধর সীধবে তব বদন চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন চকোরম্
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি তুখকমল মধুপানম্
সত্য মেবাসি যদি সুদতি অয়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশর ঘাতম্।

ডংকায় তালে নাচো (শম্ভু)
হর হর জাগো হে (শম্ভু)
সুন্দর শংকর
খুলিয়া যায় ঝাক্ শিব যে জটাভার—
ত্রিশূলে তুলে ধর সৃষ্টির সংহার
হর হর সুন্দর শম্ভু
হর হর শংকর শম্ভু
ঠগ্ ঠগ্ ঠগ্ ঠগ্ বোধানলে
প্রলয় কাল বহ্নি জাল নয়নে
শিব শম্ভু রুদ্র জাগো
ত্রিপুর আরি ভয়ঙ্কর॥

(১৩)

কী মধু মুরলী দেয় যে দোলা
মন করে হিল্লোল চঞ্চলা
যমুনা তটে শুনি মোহন মুরলী
ব্যাকুল পুর নারী গোপবালা।

শিল্পী :- মান্না দে

(১৪)

হে করুণা সিন্ধু হে দীন বন্ধু
দয়া করো মোর জগদীশ্বর
যে প্রভু ত্রিজগতি বিপদ তারণ
মর তনু তারি পায়ে লয়েছ শরণ
ত্রাণ করো এতো জীবনদাতা
মৃত্যুঞ্জয় নির্ভর ॥
করো কৃপা বিধাতা মহামুনি আরাধিত হে
আমি ধন্য তোমারি চরণে প্রভু নীত হে
প্রভু শঙ্কা হরণ এসো হে
ওগো দুঃখ মোচন এসো হে
দয়া করো দেব
প্রাণ সঞ্চার—

(১৫)

(মন) ধন্য হলো যে মহাভাবে,
(সেযে) সঙ্গীতে মোর রয়ে যাবে।
মাধবেরই প্রেম সুধা
রূপে গন্ধে ছন্দে ছন্দে
হেরিনু অরূপের আনন্দ জ্যোতি
হেরিনু শ্রীরাধার রাধাপতি
আলোকের সাধনায় দরশন মাধুরী
ধন্য করে দিশাহারা।

লাইক পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ৬-এ, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩। 1·11·68